জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 25th Nov, 1953 { ২৭শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

– C. P. SERVICE

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস– হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

সমর্পণ ও সমর-পণ

—•—

উক্ত শব্দ দুইটির উচ্চারণগত পার্থক্য অতি সামান্য হইলেও অর্থগত বৈষম্য খুব বেশী। **সমর্পণ** মানে সম্প্রদান—বন্ধুভাবোদ্দীপক, আর **সমর-পণ** মানে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা—বৈরভাবোদ্দীপক।

সমর্পণ ও সমর-পণ শব্দ দুইটির পরস্পরের সম্বন্ধকে দাঁত ও জিহ্বার যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ বলিলে অন্যায় বলা হয় না। দাঁতের কোনও অসুবিধা হইলে জিহ্বা সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া দাঁতের অসোয়াস্তি দূর করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াই থাকে। আর দাঁত জিহ্বাকে তাহার দুপাটির মধ্যে পাইলে দংশন-প্রেম জ্ঞাপন করিয়া পাল্টা বন্ধুত্ব (?) দেখাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ইংরাজের অধীনতা-মুক্ত করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায়ই সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের একতাবদ্ধ হইবার পথে বাধা উৎপাদন করিল ঐ একইভাবে উচ্চারিত দুটি শব্দ সমর্পণ ও সমর-পণ। হিন্দু নেতা মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার সহিত মিলিত হইবার জন্য এত আগ্রহশীল ছিলেন, যে তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য সাদা চেকে স্বাক্ষর দিয়া তাহা জিন্না সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াও তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। গান্ধীজির স্বাধীনতা লাভের পন্থা হইল—অহিংস-নীতি। জিন্না সাহেবের দলের "শ্লোগান" হইল "লড়কে লেঙ্গে পাকীস্থান।" কার সঙ্গে "লড়কে" এটা স্পষ্টই বোঝা যাইত যখন জিন্না-পন্থীদল গান গাহিত—

"দূর হটো, দূর হটো রে কংগ্রেসবালা
পাকীস্থান হামারা হ্যায়!"

ফলে ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় জিন্না সাহেবের মোসলেম লীগদলকে পাকীস্থান আর মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস সম্প্রদায়কে দিয়া গেলেন যাহা, তাহার নাম হইল "ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন।" উভয় অংশের সীমা নির্দ্ধারণ এমন ভাবে করিয়া গেলেন যাহাতে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে না করিতেই উভয় দলেই কলহ বাধিয়া যায়। হইলও তাই, কাশ্মীর লইয়া যাহা ঘটিল তাহা সংবাদপত্র-পাঠক সকলেই অবগত আছেন। অহিংসার অবতার গান্ধীজির স্বভাবই হইল সমর্পণ। কাশ্মীর লইয়া অকৌশল শুরু হইবার পর পাকীস্থানকে **সমর্পণ** করা হইল পঞ্চান্ন কোটি টাকা। পাকীস্থান প্রথমে হানাদারদের আড়ালে থাকিয়া **সমর-পণ** করিয়াছিল। তারপর প্রকাশ্যেই "যুদ্ধং দেহি" ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীনতা লাভ করিয়া জিন্না সাহেব পাকীস্থানের শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, আর উদার কংগ্রেস ইংরাজ শাসক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হস্তেই শাসন ভার **সমর্পণ** করিল। মাউন্টব্যাটেন সাহেবের স্বদিচ্ছায় শেষ অবধি কাশ্মীরের বিচারভার কংগ্রেস অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী **সমর্পণ** করিলেন ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্বপুর্ণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তে।

কাশ্মীর প্রদেশ লইয়া বিবদমান ভারত ও পাকীস্থানে চুক্তি হইল দিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী ও পাকীস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত সাহেবের মধ্যে। এই চুক্তির আগে শোনা গিয়াছিল —কয়লা প্রভৃতি ভারতজাত দ্রব্যাদির অভাবে পাকীস্থানে আঁধার হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রেলওয়ে বন্ধ হয় হয়। **সমর-পণ** যাঁহার, সেই লিয়াকত সাহেব যাহা যাহা চাহিলেন, জহরলালজী তাহা তাহা **সমর্পণ** করিতে সম্মত হইলেন। কথা ও কাজে কোন পার্থক্য দেখাইলেন না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই লিয়াকত সাহেব মুষ্টি দেখাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে **সমর-পণ** ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্গত করিয়া রাখিবার জন্য মনে মনে সমর-পণ গুপ্ত রাখিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উনিশ বৎসরের পুরাতন বন্ধুত্ব দেখাইয়া ভারতের রাজকোষ হইতে কোটি কোটি টাকা সমর্পণ করাইয়া শেষ অবধি কাশ্মীরকে যে পথে লইয়া যাইতেছিলেন তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন। জহরলালজীর সমর্পণের পরিবর্ত্তে তাঁহার পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধুর সমর-পণ বুঝিয়া কাশ্মীর রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর দল শেখ আবদুল্লাকে কারাগারে না হউক বন্দীভাবে বন্দিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাকীস্থানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীও ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে বড় ভাই সম্বোধন করিয়া আবার দিল্লী ও করাচীতে লৌকিকতা, খানাপিনা আত্মীয়-তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বন্ধুত্বের বাঁধন লেখাপড়ায় শক্ত করিয়া গিয়াছেন।

জগতের মধ্যে সমর-পণের জন্য সুবিখ্যাত এবং শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহশীল মার্কিন পাকীস্থানের সহিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি করিতে উদ্যত। সমর্পণ ধর্ম্মাবলম্বী জহরলালজী এই আয়োজন দেখিয়া পাকীস্থানে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন হইবার উপক্রম বুঝিয়া 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি' ভারত ও সমগ্র এশিয়ায় দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তজালে পাকীস্থানের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে বলিয়া সতর্ক-বাণী প্রয়োগ করিতেছেন। ইংরাজের নিকট অস্ত্র সংগ্রহের জন্য পাক গবর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ সাহেব নাকি লণ্ডনে গিয়াছেন। পাকীস্থান মার্কিন ও ইংরাজ উভয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছেন সামরিক শক্তিতে মজবুত হইবার জন্য।

আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার পরোক্ষভাবে ভারতকে আশ্বাস দিতেছেন—পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এমন কাজ তাঁহারা কিছুই করিবেন না।

সমর্পণ ও সমর-পণের ভাবী পরিণাম দেখিবার সুযোগ অবগত বলিয়া মনে হয়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের স্বাস্থ্য

কাজি নজরুলের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ভারত ও পাকিস্থানের ব্যয়ে ইউরোপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মত দিয়াছেন যে

কবির মস্তিষ্কের কোনও উন্নতির আশা নাই। নজরুলের মাথার খুলি উত্তোলন করিয়া ভিতর পরীক্ষা দ্বারা চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মস্তিষ্কের একাংশ একবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

আলীগড়ে মোস্লেম সভা

সম্প্রতি আলীগড়ে ভারতীয় মুসলমানগণের এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানগণের নানা অসুবিধা ও দাবীর কথা এই সভায় আলোচিত হয়। খুব জোরাল ভাষায় বক্তৃতাদি হয়। সে সমস্ত পাকিস্থানের সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে সে সংবাদ প্রেরিত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সভা মোস্লেম লীগের অন্য প্রকার আখ্যা দিয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি ও কলিকাতা ময়দানে সাংবাদিক ঠ্যাঙানির তদন্ত কমিশন

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়কে একাকী লইয়া উক্ত দুইটি তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল। দুইটিরই রিপোর্ট তিনি পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সাংবাদিক প্রহারের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যটি এখনও চাপা রহিয়াছে। কুচবিহার তদন্ত রিপোর্টের মত চিরতরে অপ্রকাশিত থাকিবে কিনা তাহা সরকার বাহাদুরই জানেন। সাংবাদিক প্রহারের মামলায় পুলিশের কর্ম্মের অনুকূলে এবং সাংবাদিকগণের প্রতিকূলে রায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাংবাদিকগণ যদি আইনের মর্য্যাদাহানি করিয়াই থাকেন তবে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা করাইয়া অপরাধের বিচার করাই চলিত। দণ্ডবিধির বিচারের আগে পুলিশের ডাণ্ডাবিধি প্রয়োগ যে ন্যায়সম্মত হয় নাই তাহা সকলেই বলিবে। কমিশন রিপোর্টে পুলিশের কোনও নিন্দার কথা দূরে থাক তাহারা ঠিক কাজ করিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ট্রামভাড়া তদন্তের রিপোর্ট দাখিল হওয়া সত্ত্বেও সরকার কেন তাহা প্রকাশ করিলেন না, তাহা সাধারণে অনুমান করিতেছে যে এই তদন্ত রিপোর্ট সরকারের অনুকূলে যায় নাই বলিয়া এতদিন প্রকাশ করা হয় নাই।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দুস্থ অভিভাবকগণের বাৎসরিক দুর্দ্দিন আগত প্রায়

স্কুল সমূহের ছাত্রগণের বাৎসরিক পরীক্ষার দিন আর বেশী দূরে নাই। পরীক্ষা হইয়া গেলেই উত্তীর্ণ ছাত্রগণ উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবে। অধিকাংশ ছাত্রেরই পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে তাহাদের মধ্যবিত্ত পিতা ছাত্রের এই উন্নতিকে আসন্ন বিপদ বলিয়া মনে করেন। বৎসর বৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তন শিক্ষা বিভাগের পক্ষে দরিদ্র দেশের ছাত্রের অভিভাবকগণের উপর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন বলিয়া মনে হয়। পিতার পঠিত পুস্তক পুত্রের পড়িবার সুযোগ ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তকগুলি কত বৎসর ধরিয়া পাঠ্যরূপে চলিয়া আসিয়াছে, ফলে পাঠার্থীর অভিভাবকগণ নিজেদের পঠিত পুস্তক পুত্রের পঠন জন্য ব্যবহার করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পঠিত পুস্তক তৎপরবর্ত্তীগণের পাঠ্যরূপে ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া ব্যয়ের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

এখন ছেলের জন্য ২০০ পৃষ্ঠার একখানা বই তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় কিনিয়া দিয়া দেখিলেন—এক বৎসরের মধ্যে সেই পুস্তকের অর্দ্ধাংশেরও কম ছেলে এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছে, অবশিষ্ট অংশের পাতাগুলি কাটাই হয় নাই। পরের শ্রেণীতে উঠিবামাত্র সে পুস্তকখানি আর কোনও কাজে লাগিল না। পুস্তক প্রণেতাগণের আধিপত্য, প্রকাশকগণের উদ্যোগ ও নানা প্রকারের প্রচেষ্টায় এক বিষয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন লেখকের পুস্তক শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তাদিগের দ্বারা মনোনীত হইল। যিনি যত পারেন 'ক্যানভাস' করিয়া তাঁহার পুস্তক চালু করিতে অধিকারী। দেশের দশা দেখিয়া যদি ছাত্রগণের গরীব অভিভাবকের প্রতি একটু অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া বৎসর বৎসর তাঁহাদিগকে যাহাতে গাদা গাদা বই কিনাইতে না হয়, তাহার জন্য বিভাগীয় কর্ত্তারা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি একটু অবহিত হউন। আধখানা বা সিকিখানা বই পড়াইয়া বইখানা পর বৎসরেই বাতিল করার সার্থকতা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

৺শারদীয়া মহাপূজার প্রাপ্য

বকেয়া অবকাশ

আমরা ৺পূজার অবকাশ দুই সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহ গ্রহণ করিয়া বাকি এক সপ্তাহের অবকাশ আবশ্যকমত লইব বলিয়া গ্রাহকগণের নিকট কৃত আবেদনানুসারে আগামী ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশিত হইবে না।

সঃ জঃ সঃ

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।